অনুমোদিত হলেও তা কেন করতে হবে?

কেউ একথা বলে না যে, প্রতিটি নামাজ পৃথকভাবে পড়তে কোন ত্রুটি আছে। *যোহর* ও *আসর*-এর নামাজ, এবং *মাগরিব* ও *এশা*-র নামাজ একত্রে কিংবা পৃথকভাবেও পড়া যায়। তবে রাসূল (সা.) কর্তৃক এভাবে দুই নামাজকে একত্রে পড়ার মধ্যে 'উম্মতের জন্য সহজ হবার' মত মহান আল্লাহ্‌র ঐশী করুণা বিদ্যমান। এ ছাড়াও শিয়াদের মধ্যে এরূপ প্রচলনের আরও অনেক কারণ রয়েছে ঃ

❑ মানুষের নানামুখী ব্যস্ততা রয়েছে। রয়েছে নানা দায়িত্ব ও উদ্বিগ্নতা, বিশেষ করে সে সব দেশে যেখানে শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কাজের পদ্ধতি মুসলমানদের প্রাত্যহিক নামাজ আদায় এর উপযোগী নয়। কিছু পেশা এমন যে এর জন্য দীর্ঘ সময় ধরে ক্রমাগত বিরামহীনভাবে কাজ করতে হয়। সুতরাং শিয়ারা সুবিধার জন্য-বিশেষতঃ দু'টো নামাজের দ্বিতীয়টি যেন বাদ না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রেখে অনুমোদিত সময়ের শুরু বা শেষের মধ্যে যে কোন বিরতিতে দু'টো নামাজ একত্রে আদায় করেন।

❑ যেখানে মুসলমানগণ অনেক দূর থেকে দু'টির একটি নামাজ আদায়ের জন্য জমায়েত হয়, সেখানে একত্রে নামাজের অনুমোদন থাকায় পর পর দু'টি নামাজ জামায়াতের সাথে আদায় করে নেয়। এভাবে অবশ্য পালনীয় নামাজ যেমন আদায় হয়ে যায় তেমনি তারা জামায়াত এর নামাজ এ শরীক হওয়ায় অধিকতর পূণ্য অর্জনের সুযোগ লাভ করে। *জুমা'*-র নামাজের কথাই ধরা যাক। আমরা লক্ষ্য করেছি হাজার হাজার সুন্নী মুসলমান ভাই *জুমা'*-র নামাজ সঠিক সময়ে জামায়াতের সাথে আদায় করলেও তাদের অনেকেই *আসরের* নামাজ আদায়ই করেন না- জামায়াত তো দূরের কথা। অন্যদিকে, শিয়া মুসলমানগণ *জুমায়া'*-র নামাজ আদায়ের পর পরই জামায়াতের সাথে *আসর* -এর নামাজ আদায় করে নেন।

❑ এরূপ প্রচলনের আরও একটি কারণ হলো সুন্নী ভাইয়েরা রাসূল (সা.)-এর এই সুন্নাতটি সাধারণভাবে পালন করেন না, যা শিয়া ভাইয়েরা জীবন্ত রাখাকে প্রয়োজন বলে মনে করেন। আমরা আমাদের সন্তানদের, অপরাপর মুসলমানদের এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানাতে চাই যে, '*যোহর ও আসর*'-এর নামাজ এবং '*মাগরিব ও এশা*'-র নামাজ একত্রে পড়ার প্রচলনটি কেবল অনুমোদিতই নয়, - এটি রাসূল (সা.)-এর একটি (*প্রতিষ্ঠিত*) সুন্নাতও।

পরিশেষে ঃ

'*যোহর ও আসর*' -এর নামাজ, এবং '*মাগরিব ও এশা*'-র নামাজ একত্রে পড়া কেবল মুসলমানদের সুবিধার জন্যই নয়, বরং এটি কুরআনের নির্দেশের সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং রাসূল (সা.)-এর সুন্নাহ্‌ হিসাবে অনুমোদিত। একটি সুস্পষ্ট সুন্নাহ্‌ সাধারণভাবে সুন্নী ভাইয়েরা পালন না করার কারণে তা আমাদের জীবনে অপালনীয় বা অকার্যকর হয়ে যায় না। সহীহ্‌ মুসলিম এর বিখ্যাত সুন্নী ব্যাখ্যাকারী আল-নব্‌বী লিখেছেন, - *"যখন কোন প্রচলন (সুন্নাহ্‌) সঠিক বলে নিশ্চিত করা হয়, তখন এটি নিছক এ জন্য পরিত্যাগ করা যায় না যে অধিকাংশ বা সকল লোক এটি পরিত্যাগ করেছে।"*
[**আল-নব্‌বী**, শররে সহীহ মুসলিম, **(বৈরুত, ১৩৯২হি.),** খন্ড-৮, পৃষ্টা-৫৬]

ইসলাম সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ তথ্য বিস্তারিত জানতে হলে নীচের ওয়েব-সাইটটি দেখুন ঃ
http://al-islam.org/faq/

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

"নামাজ কায়েম করুন সূর্য ঢলে যাবার পর হতে রাতের অন্ধকার নেমে আসা পর্যন্ত এবং ফজরের কুরআন পাঠও। নিশ্চয়ই ফজরের কুরআন পাঠ প্রত্যক্ষ করা হয়।"

(আল-কুরআন, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ঃ ৭৮)

কেন শিয়ারা দুই নামাজকে একত্রে আদায় করেন?

শিয়ারা পাঁচ ওয়াক্ত অবশ্য পালনীয় নামাজকে স্বীকার করেন। কিন্তু তারা প্রায়শই যোহর ও আসরের নামাজকে পর পর যুক্তভাবে আদায় করেন, যোহরের জন্য নির্দিষ্ট সময় বা ওয়াক্ত শুরু হবার পর হতে আসরের জন্য নির্দিষ্ট যে শেষ সময় (ওয়াক্তের শেষ সময়)-এ দু'য়ের মধ্যবর্তী সময়ে। একইভাবে তারা মাগরিব ও এশা-র নামাজ একত্রে পড়াকেও অনুমোদিত বলে মনে করেন। এ প্রচলনটি পবিত্র আল-কুরআন এবং সেই সাথে রাসূল (সা.)-এর প্রমাণিত ও বিশুদ্ধ হাদীসসমূহের সাথে সম্পূর্ণ সঙ্গঁতিপূর্ণ।

সুন্নী ফিকাহ্ অবশ্য পালনীয় নামাজ এভাবে একত্রে পড়াকে অনুমোদন করে (*আল-জামায়া' বাইন আস-সালাতাইন*) কেবল বৃষ্টি, ভ্রমণ, ভয় অথবা কোন জরুরী ক্ষেত্রে। এ মতের ব্যতিক্রম হলো হানাফী ফিকাহ্। হানাফী ফিকাহ্ অনুযায়ী, হজ্জের সময় '*মুজদালিফায়*' ছাড়া অন্য কোন সময়ে প্রতি দিনের নামাজকে একত্রে পড়া যাবে না। মালেকী, শাফিয়ি এবং হাম্বলি ফিকাহ্ ভ্রমণের সময় নামাজ একত্রে পড়াকে অনুমোদন করলেও অন্যান্য কারণের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে। শিয়া জাফ্‌রী ফিকাহ্ অনুযায়ী কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট কোন কারণ ছাড়াই এভাবে নামাজ একত্রে পড়া অনুমোদিত।

আল-কুরআনে নামাজের সময় ঃ

সুবিখ্যাত সুন্নী মুফাস্‌সির (ব্যাখ্যাকারী) ইমাম ফখরুদ্দীন আল-রাজী সূরা বনি ইসরাঈলের ৭৮নং আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

- ''যদি অন্ধকার (*গাসাক্ব*) এর অর্থ করা হয়- 'যখন প্রথম অন্ধকার দেখা দেয়', তাহলে *গাসাক্ব*-ই হচ্ছে *মাগরিব* শুরু করার সময়। সে অনুযায়ী এ আয়াতে নামাজের তিনটি সময়ের কথা বলা হয়েছে ঃ **'মধ্যাহ্নের** পরের সময়, **মাগরিব** শুরুর সময় এবং **ফজরের** সময়''। সে হিসেবে মধ্যাহ্নের পরের সময়টি '*যোহর*' এবং '*আসর*' নামাজের জন্য। আর মাগরিব শুরুর সময়টি '*মাগরিব*' ও '*এশা*'-র নামাজের জন্য। সুতরাং '*যোহর ও আসর*' এবং '*মাগরিব ও এশা*' সবসময় একত্রে পড়া অনুমোদিত। তবে কোন কারণ ছাড়াই স্বাভাবিক অবস্থানকালে দুই নামাজকে একত্রে পড়া যে অনুমোদিত নয় সে ব্যাপারে প্রমাণ রয়েছে। এটি কার্যতঃ এ মতকেই সমর্থন করে যে, নামাজ একত্রে পড়া অনুমোদিত, ভ্রমনকালে কিংবা বৃষ্টি হলে ইত্যাদি।''
  [**ফখরুদ্দীন আল-রাজী**, তাফসীর আল-কাবীর, খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৪২৮]

আমরা এখানে সংক্ষেপে অখণ্ডনীয় প্রমাণ দিয়ে এটি স্পষ্ট করে তুলে ধরবো যে, কোন কারণ ছাড়াই দুই নামাজকে একত্রে পড়া সম্পূর্ণ বৈধ ও সঠিক। যাহোক, এটি স্পষ্ট হয়েছে যে, অবশ্য পালনীয় নামাজের সময় কেবল তিনটি : **১)** মধ্যাহ্নের পরের সময় যাতে দু'টি অবশ্য পালনীয় নামাজ '*যোহর*' (মধ্যাহ্ন) এবং '*আসর*' (অপরাহ্ন) এ দুই নামাজেরই অংশ রয়েছে; **২)** মাগরিব শুরুর সময় যাতে '*মাগরিব*' ও '*এশা*'-এ উভয় নামাজের অংশ রয়েছে; **৩)** *ফজরের* সময় (সকাল)।

রাসূল (সা.) কি নামাজ একত্রে পড়েছেন?

- ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) মদীনায় সাত (*রাকাত*) এবং আট (*রাকাত*) নামাজ পড়েছেন, অর্থৎ (*একত্রে*) যোহর ও আসর পড়েছেন (*আট রাকাত*) এবং মাগরিব ও এশা পড়েছেন (*সাত রাকাত)* ।
  [**সহীহ বুখারী** (ইংরেজী অনুবাদ), খণ্ড-১, অধ্যয়-১০, হাদীস নং-৫৩৭; **সহীহ মুসলিম** (ইংরেজী অনুবাদ), **কিতাবুস্ সালাত**, খণ্ড-৪, অধ্যায়-১০০। **স্বাভাবিক অবস্থানকালে দুই নামাজ একত্রে পড়া**, হাদীস নং-১৫২২]

- আব্দুল্লাহ বিন শাকিক বর্ণনা করেন: একদিন ইবনে আব্বাস (আসরের নামাজের পর) বিকেলে আমাদের সামনে বক্তৃতা করছিলেন এবং তা দীর্ঘায়িত করেছিলেন সূর্য ডুবে গিয়ে আকাশে তারা দেখা যাওয়া পর্যন্ত এবং এতে লোকেরা বলতে লাগল : নামাজ, নামাজ। সেখানে বনু তামিম গোত্রের এক ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। তিনি কোন শৈথিল্যও প্রদর্শন করেননি আবার সেখান থেকে উঠেও যাননি, বরং (ক্রমাগত চিৎকার করে) বলতে লাগলেন ঃ নামাজ, নামাজ। ইবনে আব্বাস বললেন, 'তোমার মা হতে তুমি বঞ্চিত হও, তুমি কি আমাকে সুন্নাহ্ শেখাতে চাও?'' এরপর তিনি বললেন, ''আমি আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-কে **'যোহর ও আসর'** এবং **'মাগরিব ও এশা'**-র নামাজ একত্রে পড়তে দেখেছি।'' আব্দুল্লাহ বিন শাকিক বলেন ঃ ''এতে আমার মনে কিছুটা সন্দেহ সৃষ্টি হল। তাই আমি আবু হুরায়রা-এর নিকট এসে তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম এবং তিনি তার সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।''
  [**সহীহ্ মুসলিম** (ইংরেজী অনুবাদ), কিতাবুস সালাত, খণ্ড-৪, অধ্যায়-১০০।
  স্বাভাবিক অবস্থানকালে দুই নামাজ একত্রে পড়া, হাদীস নং-১৫২৩, ১৫২৪]

কিন্তু সেটি কি ভ্রমণ, ভয় বা বৃষ্টির কারণে ছিল না?

অনেক হাদীস থেকে এটি স্পষ্ট বুঝা যায় যে, রাসূল (সা.) কোন সুনির্দিষ্ট কারণ ছাড়াই দুই নামাজ একত্রে পড়তেন।

- রাসূল (সা.) মদীনায় আবস্থানকালে, যখন ***তিনি ভ্রমণে ছিলেন না***, সাত ও আট রাকাত পড়তেন (এ থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে তিনি '*মাগরিব*' ও '*এশার*'-র সাত রাকাত, এবং '*যোহর*' ও '*আসরের*' আট রাকাত একত্রে পড়েছেন)। [**আহমাদ ইবনে হাম্বল**, আল-মুসনাদ; খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২২১]

- রাসূল (সা.) **কোন ভয় বা ভ্রমণের কারণ ছাড়াই** '*যোহর*' ও '*আসর*' একত্রে পড়েছেন, এবং '*মাগরিব*' ও '*এশা*' একত্রে পড়েছেন। [**মালিক ইবনে আনাস**, আল-মুয়াত্তা, খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৬১]

বরং কিছু হাদীসে রাসূল (সা.)-এর এভাবে একত্রে নামাজ আদায়ের যৌক্তিকতা কি ছিল তা'ও বর্ণনা করা হয়েছে। **এটি ছিল উম্মতের সুবিধার জন্য।**

ইবনে আব্বাস বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) মদীনায় আবস্থানকালে যোহরের নামাজকে আসরের নামাজের সাথে একত্রে পড়তেন এবং মাগরিবের নামাজকে এশার নামাজের সাথে একত্রে পড়তেন, ***কোন ভীতিকর পরিস্থিতি বা বৃষ্টিপাতের কারণ ছাড়াই***। এবং ওয়াকি-এর বর্ণনা মতে (তার ভাষায়) ঃ ''আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞাস করলাম ঃ কেন তিনি এরূপ করতেন? তিনি জবাব দিলেন ঃ যাতে **তার (রাসূল -সা.) উম্মত (অযথা) কোন কষ্টের মধ্যে পড়ে না যায়।**'' [**সহীহ্ মুসলিম** (ইংরেজী অনুবাদ), কিতাবুস্ সালাত, ***দুই নামাজ একত্রে পড়া***, হাদীস নং-১৫২০, **সুনান আল-তিরমিজী**, খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৬]

- আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.) মদীনায় অবস্থানকালে যোহর ও আসর-এর নামাজ একত্রে পড়েছেন, **কোন ভীতিকর পরিস্থিতি বা ভ্রমণের কারণ ছাড়াই**। আবু জুবাইর বলেন ঃ ''আমি সাঈদ-কে (একজন হাদীস বর্ণনাকারী) জিজ্ঞেস করলাম তিনি কেন এরূপ করতেন। তিনি বললেন ঃ আমি ইবনে আব্বাসকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যেভাবে তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করলে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, **তিনি (রাসূল-সা.) চেয়েছিলেন যাতে তাঁর উম্মতের কেউ (অযথা) কষ্টের মধ্যে না পড়ে।**''
  [**সহীহ মুসলিম** (ইংরেজী অনুবাদ), কিতাবুস্ সালাত, খণ্ড-৪, অধ্যায়-১০০, ***স্বাভাবিক অবস্থানকালে দুই নামাজ একত্রে পড়া***, হাদীস নং-১৫১৬]